দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

43

## সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের আবেদন

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা প্রায় তিনশত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী ইউক্রেনে বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়নরত আছি। গত ১ বছর যাবৎ আমরা চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করছি। পূর্বতন সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির মাধ্যমে আমরা তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে আসি। মস্কো হতে তখন আমাদের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়। বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি এই আশ্বাস দেয় যে, আমরা এখানে বিনাখরচে লেখাপড়া এবং থাকা, খাওয়া বাবদ নির্দিষ্ট অংকের বৃত্তি পাবো। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যে বৃত্তি পেতাম তা দিয়ে আমরা স্বাভাবিক-ভাবে জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা ইউক্রেনে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা সর্বসাকুল্যে মাত্র ৩ ডলার মাসিক বৃত্তি পাই। যা দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে মাত্র ৫ দিন চলা সম্ভব। বাকি দিনগুলো আমরা চরম অর্থকষ্টে কাটাই। এই দুরবস্থার মাঝেও আমরা জেনেছি যে, ইউক্রেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মর্মে নির্দেশাবলী এসেছে যে, আগামী শিক্ষাবর্ষ (১৯৯৩-৯৪) হতে যেসব দেশের সাথে ইউক্রেনের চুক্তি বা সুসম্পর্ক নেই, সে সব দেশের ছাত্রছাত্রীদের নিজ খরচে লেখাপড়া করতে হবে (শিক্ষা বর্ষ বাবদ ৮০০-১৫০০ ইউএস ডলার)। কিন্তু আমরা যারা বৃত্তি নিয়ে (১৯৯০ পর্যন্ত) লেখাপড়া করছি, এমতাবস্থায় যদি আমাদের ওপর এতো মানসিক এবং আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তা হলে হয়তো কারও পক্ষে লেখাপড়া শেষ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের মেধাবী সন্তানরা যে উচ্চাশায় উচ্চ শিক্ষার্থে এসে-ছিলাম তাদের ভবিষ্যৎ প্রায় অনিশ্চিত।

অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে আকুল আবেদন এই যে, ইউক্রেন সর-কারের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলো-চনার মাধ্যমে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি বৃদ্ধি এবং বিনাখরচে লেখাপড়া শেষ করার সুযোগ দান করে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

ইউক্রেনে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীবৃন্দে পক্ষে-
মোহাঃ ফিরোজুর রহমান, ইউক্রেন।